ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ইত্তেফাক

152

তারিখ 01 AUG 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

এস এস সি পরীক্ষায় পাশের হার ৬৬.৩৯

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল গতকাল (বৃহস্পতিবার) প্রকাশ করা হইয়াছে। ৪টি বোর্ড হইতে সর্বমোট ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩ শত ৮১ জন ছাত্র-ছাত্রী এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। তন্মধ্যে ২ লক্ষ ৪১ হাজার ১ শত ৩৪ জন পাস করিয়াছে। পাসের হার শতকরা ৬৬ দশমিক ৩৯।

ঢাকা বোর্ডে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের সুলতান মাহমুদ সিদ্দীক, রাজশাহী বোর্ডে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মোঃ সাইফুল ইসলাম, কুমিল্লা বোর্ডে যুগ্মভাবে কুমিল্লা জেলা স্কুলের মোহাম্মদ কামরুল আহসান ও সিলেট ক্যাডেট কলেজের আবুল কালাম সারোয়ার এবং যশোর বোর্ডে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের মোঃ সাহেদ ফারুক সিনহা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

৪টি বোর্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়াছে রাজশাহী ক্যাডেট

(১২শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

মেধা তালিকায়

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

এবারের এস এস সি পরীক্ষায় চারটি বোর্ডের মেধা তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

ঢাকা বোর্ড

১ম সুলতান মাহমুদ সিদ্দীক (রোল ২৭০৬৭), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮৫০। ২য় মোঃ জাহিদ হাসান (রোল ৬৮৫০), ধানমণ্ডি গভঃ বয়েজ হাইস্কুল, ঢাকা, মোট নম্বর ৮৪৮। ৩য় সোনিয়া বেগ (রোল ৭০৭৯), বি, এ, এফ, শাহীন স্কুল ও কলেজ, ঢাকা,

(১২শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

কুমিল্লা বোর্ড

১ম (যুগ্মভাবে) মোহাম্মদ কামরুল আহসান (রোল ২৬৪), কুমিল্লা জেলা স্কুল এবং আবুল কালাম সারোয়ার (রোল ১৫১), সিলেট ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮৪৩। ২য় ইকবাল মুর্শেদ কবীর (রোল ২১), ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮৪০। ৩য় মোস্তফা জামানুল

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

রাজশাহী বোর্ড

১ম মোঃ সাইফুল ইসলাম (রোল রাজ ক্যাডেট ২৪), রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮৬৭। ২য় আ,ব,ম হাসানুজ্জামান (রোল রাজ ক্যাডেট ৪০), রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮৬১। ৩য় মোঃ মাহবুব আলম (রোল রাজ ক্যাডেট ৩০), রাজশাহী ক্যাডেট

(১২শ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

যশোর বোর্ড

১ম মোঃ শাহেদ ফারুক সিনহা (রোল ঝিনাইদহ ক্যাডেট-১), ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর-৮৫৯। ২য় ফারজানা মান্নান (রোল যশোর ক্যাণ্ট-ম-১), দাউদ পাবলিক স্কুল, যশোর, মোট নম্বর ৮৫৪। ৩য় মোঃ হাসান শহীদ (রোল বরিশাল ক্যাডেট ৫১), বরিশাল ক্যাডেট

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

পিতা-মাতাসহ সুলতান মাহমুদ সিদ্দিক

সুলতান মাহমুদ ডাক্তার হইবে

ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম সুলতান মাহমুদ সিদ্দিক উচ্চশিক্ষা লাভের মাধ্যমে ডাক্তার হইতে ইচ্ছুক। মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজের সুলতান পাঁচটি বিষয়ে লেটার নম্বরসহ ৮৫০ নম্বর পাইয়াছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে সুলতান জানায়, সপ্তম শ্রেণী হইতে সে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে অধ্যয়নরত। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যয়নও সে এই কলেজেই করিবে। কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের ডিভিশনাল ম্যানেজার (বীজ) বদরুল ইসলাম সিদ্দীকের তিন পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুলতান। তাহার মতে, ছাত্রদের রাজনীতি করা

(১২শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

জাহিদ হাসান

তাপসের বই বাহির হইতেছে

ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মোহাম্মদ জাহিদ হাসান (তাপস) নিউক্লিয়ার ফিজিকস-এ উচ্চশিক্ষা লাভের পরে শিক্ষকতা পেশায়

(১২শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ফারুক

ফারুকের বাবা ছেলের কৃতিত্ব দেখিয়া যাইতে পারেন নাই

আমাদের নারায়ণগঞ্জ সংবাদদাতা জানান, যশোর বোর্ডে প্রথমস্থান অধিকারী ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র শাহেদ ফারুক সিনহা একজন প্রকৌশলী হওয়ার আশা পোষণ করে।

(১২শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শাওন

শাওন জানায়, মায়ের অবদানই বেশী

এসএসসি'তে যশোর বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারিণী ফারহানা মান্নান শাওন ভবিষ্যতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়া শিক্ষাবিদ হইতে চায়। গতকাল (বৃহস্পতিবার) যশোর শহরের বাসায়

(১২শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ইত্তেফাক

তারিখ 01 AUG 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রেসনোট

(১ম পৃঃ পর)

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক এম এ মতিনের সাথে সাক্ষাৎ করিয়া বাস ভাড়া বৃদ্ধিসহ তাঁহাদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন। উপ-প্রধানমন্ত্রী তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীসমূহ সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন। কিন্তু দুঃখজনক যে, উপ-প্রধানমন্ত্রীর এ আশ্বাস সত্ত্বেও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে ধর্মঘটের ডাক দিয়াছে। এরূপ ধর্মঘটের ফলে জনগণের অহেতুক হয়রানি ও ভোগান্তির সৃষ্টি হইবে এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিলে সংগত কারণেই এই ব্যাপারে দেশের আইন নিজস্ব ধারায় অগ্রসর হইবে। এই পরিস্থিতিতে এবং সরকারের সহানুভূতিসম্পন্ন আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতিকে ধর্মঘট হইতে বিরত থাকার অনুরোধ করা হইয়াছে।

তাপসের বই

(১ম পৃঃ পর)

নিয়োজিত হইতে আগ্রহী। পেশায় আইনজীবী ও রাজনীতিক মোহাম্মদ রহমত আলী গতকাল সন্ধ্যায় এই রিপোর্টারকে বলেন, আমরা গত ২৬শে জুলাই হইতে জানিতাম-৮ শত ৬৭ নম্বর পাইয়া ৫টি বিষয় লেটার নম্বরসহ তাপস প্রথম হইয়াছে। গতকাল সকালে তাপসের দ্বিতীয় হওয়ার ঘটনা শুনিয়া জনাব রহমত ও মিসেস রহমত প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়েন।

জনাব রহমত আলী জানান, তিনি শিক্ষা বোর্ডের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন, বিচার না পাইলে আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হইবেন। তাপসের লেখা বই 'এসো ধুমকেতুর রাজ্যে' আগামী সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে। আরও কয়েক খানি বইয়ের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্তকরণের পর্যায় রহিয়াছে।

শাওন জানায়

(১ম পৃঃ পর)

আমাদের সংবাদদাতাকে শাওন জানায়, টেষ্টের পর সে প্রতিদিন সাত আট ঘন্টা করিয়া পড়াশোনা করিত। তাহার একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন। শাওন তাহার কৃতিত্বের জন্য তাহার মা হাসিনা মান্নানের অবদান ও ত্যাগ সর্বাধিক বলিয়া জানায়। শাওনের বাবা আবদুল মান্নান যশোরে বিএডিসির (নির্মাণ) একজন নির্বাহী প্রকৌশলী। তাহাদের তিন সন্তানের মধ্যে শাওন বড়। তাহাদের পৈত্রিক নিবাস বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার চিংড়িখালী গ্রামে। সে পাঁচ বিষয়ে লেটারসহ মোট ৮৫৪ নম্বর পাইয়াছে।

এসএসসি পরীক্ষার ফল

(১ম পৃঃ পর)

কলেজের ছাত্র মোঃ সাইফুল ইসলাম। তাহার সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর ৮৬৭। ৪টি বোর্ডের সর্বমোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫ শত ৯৩ জন ছিল পুরুষ, তাহাদের মধ্যে ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৪ শত ৭৯ জন পাস করিয়াছে। পুরুষ পরীক্ষার্থীদের পাসের হার শতকরা ৬৬ দশমিক ৪৪। মহিলা পরীক্ষার্থী ছিল মোট ১ লক্ষ ৬ হাজার ৭ শত ৮৮। মহিলা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৬৮ হাজার ৬ শত ৫৫ জন পাস করিয়াছে। তাহাদের পাসের হার শতকরা ৬৪ দশমিক ২৯।

ঢাকা বোর্ড হইতে মোট ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬ শত ৬০ জন পরীক্ষার্থী এবার এস এস সি পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাহাদের মধ্যে ৬৪ হাজার ৯ শত ৪৬ জন পাস করিয়াছে। ঢাকা বোর্ডে পাসের হার শতকরা ৫৮ দশমিক ১৬। তন্মধ্যে ১০ হাজার ৩ শত ৫ জন প্রথম বিভাগে, ৪৬ হাজার ৯ শত ১১ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৭ হাজার ৭ শত ৩০ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করিয়াছে। ঢাকা বোর্ডে পুরুষ এবং মহিলা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৫ হাজার ৯ শত ১৪ এবং ৩৫ হাজার ৬ শত ৬৬।

কুমিল্লা বোর্ড হইতে মোট ৮৪ হাজার ৩ শত ৪ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়, তন্মধ্যে ৬০ হাজার ৬ শত ৬৮ জন পাস করে পাসের হার শতকরা ৭১ দশমিক ৯৬। কুমিল্লা বোর্ডে ১০ হাজার ৬২ জন ১ম বিভাগে, ৪২ হাজার ৩ শত ৯৯ জন ২য় বিভাগে এবং ৮ হাজার ২ শত ৭ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করিয়াছে। কুমিল্লা বোর্ডে পুরুষ ও মহিলা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬০ হাজার ১ শত ১০ এবং ২৪ হাজার ১ শত ৯৪। পুরুষ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৪৩ হাজার ৮ শত ৯৯ এবং মহিলা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১৬ হাজার ৭ শত ৫৯ জন পাস করিয়াছে।

যশোর বোর্ড হইতে মোট ৮০ হাজার ৭ শত ৩৮ জন পরীক্ষার্থী এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেন। পাস করিয়াছে ৫৩ হাজার ৮ শত ২২ জন। পাসের হার শতকরা ৬৬ দশমিক ৬৬। তন্মধ্যে ৭ হাজার ৮ শত ৫৩ জন ১ম বিভাগে, ৩৭ হাজার ১ শত ৮৩ জন ২য় বিভাগে এবং ৮ হাজার ৭ শত ৮৬ জন ৩য় বিভাগে পাস করে।

রাজশাহী বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮৯ হাজার ৬ শত ৭৯ জন। পাস করিয়াছে ৬১ হাজার ৬ শত ৯৮ জন। পাসের হার শতকরা ৬৮ দশমিক ৭৯। তন্মধ্যে ৭ হাজার ৩ শত ২৪ জন ১ম বিভাগে, ৪২ হাজার ৫ শত ৭৬ জন ২য় বিভাগে এবং ১১ হাজার ৭ শত ৯৮ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করিয়াছে। পুরুষ পরীক্ষার্থী ছিল ৬৬ হাজার ৬ শত ২৯ জন, পাস করিয়াছে ৪৬ হাজার ৪৯ জন। পুরুষ পরীক্ষার্থীর পাসের হার শতকরা ৬৯ দশমিক ১১। মহিলা পরীক্ষার্থী ছিল ২৩ হাজার ৫০ জন, পাস করিয়াছে ১৫ হাজার ৬ শত ৪৯ জন। মহিলাদের পাসের হার শতকরা ৬৭ দশমিক ৮৯ জন।

ঢাকা বোর্ড

(১ম পৃঃ পর)

মোট নম্বর ৮৪১। ৪র্থ জাহিদুল মুরসালিন (রোল ৮৩০), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮৩৩। ৫ম (যুগ্মভাবে) মোঃ আমিনুর রহমান (রোল ২৭০৭১), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮৩১ এবং মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম, (রোল ২৭০৮৯), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮৩১। ৬ষ্ঠ (যুগ্মভাবে) মীর শরিফুল আজম (রোল ৪৫৭৩), গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা, মোট নম্বর ৮২৬; শামসুন নাহার (রোল ৭২১৭), বি, এ, এফ, শাহীন স্কুল, ঢাকা, মোট নম্বর ৮২৬ এবং মোঃ মাহবুব হোসেন (রোল ২৭০৯৫), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮২৬। ৭ম (যুগ্মভাবে) মোঃ এনামুল হক (রোল ৪৫৭৫), গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা, মোট ৮২৪ এবং শাফকাত আহমদ (রোল ৪৫৭৮), গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, মোট নম্বর ৮২৪। ৮ম ফয়সল আহমদ, (রোল ২৫৮১), মতিঝিল মডেল হাইস্কুল, মোট নম্বর ৮২৩। ৯ম (যুগ্মভাবে) মোঃ সাহিন আকবর (রোল ২৭০৯৪), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮২২ এবং মোঃ মেহদী হাসান (রোল ২৭১১৬), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮২২। ১০ম (যুগ্মভাবে) সুতীর্থ কবীর (রোল ৪৫৭৭), গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা; রইছ আহমাদ (রোল ৪৫৮১), গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা; মোঃ মোখলেসুর রহমান সরকার (রোল ২৭০৭৫), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ ও মুস্তাফিজুর রহমান খান (রোল ২৭১০৫), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮২১। ১১তম (যুগ্মভাবে) শাহ ওয়ারিফ হোসেন (রোল ৪৫৮২), গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা এবং মোঃ আনিসুর রহমান (রোল ২৭০৬৪), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮২০। ১২তম এ,জেড,এম, তানভীর চৌধুরী (রোল ৪৫৭৬), গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা, মোট নম্বর ৮১৯। ১৩ তম (যুগ্মভাবে) মোঃ মনোয়ার হোসেন (রোল ৪৬), মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়, ঢাকা; মোঃ আরিফ আল কাশেম (রোল ৮৫), মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়, আলী অসহসান ফকির (রোল ২৭০৭২), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ এবং আশিকুর রহমান (রোল ২৭১০৯), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮১৮। ১৪তম তানিস আহমেদ (রোল ৪৫৮০), গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, মোট নম্বর ৮১৬। ১৫তম (যুগ্মভাবে) সৈয়দ মোঃ ওয়ায়েজ জামান (রোল ৪৫৯১), গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা; মোঃ মাসুদ পারভেজ (রোল-৪৬৫৮), ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ; শাকিলা নাগিস খান (রোল-৬০১০), অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা; মোঃ দেলোয়ার হোসাইন ভূঁইয়া (রোল-২৭০৬৯), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ এবং এ,এইচ,এম, জাহীরুল ইসলাম (রোল ২৭১১৮), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮১৪। ১৬তম (যুগ্মভাবে) মোঃ মাসিরুল গনী (রোল২৫৮৩), মতিঝিল মডেল হাইস্কুল, ঢাকা এবং তাজীন আফরীন (রোল ১০৪৩৯), জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়-স্কুল, সাভার, মোট নম্বর ৮১৩। ১৭তম (যুগ্মভাবে) মুহম্মদ শাকিল হাসান (রোল ৪৫৮৫), গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা, মাহফুজ-উল হাসান (রোল ৯০১০), মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা এবং খন্দকার মোঃ আরিফ আল-মাহান (রোল ১০১৯১), মীরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়, মোট নম্বর ৮১২। ১৮তম মেহদী মোঃ বখতিয়ার উদ্দীন খান (রোল ২৭০৬৫), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮১১। ১৯তম (যুগ্মভাবে) মোঃ রাফিউল হোসেন, (রোল ৪৫৭৪), গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা এবং অলক সূত্রধর (রোল ৫০৭৬), ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল, ঢাকা, মোট নম্বর ৮১০। ২০তম (যুগ্মভাবে) হাসিবুর রহমান (রোল ৪৫৮৪), গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল; আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদ (রোল ৭০০২), বি, এ, এফ, শাহীন স্কুল ও কলেজ, ঢাকা; সোহেল হারুন (রোল ২৭০৭৪), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ এবং আবদুল্লাহ আল মামুন (রোল ২৭১২০), মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮০৯।

ডাক্তার হইবে

(১ম পৃঃ পর)

অনুচিত। সুলতান আরও জানায়, সে ডাক্তার হওয়ার পর সপ্তাহে কয়েকদিন গরীব রোগীদেরকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিবে।

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ইত্তেফাক

তারিখ 01 AUG 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

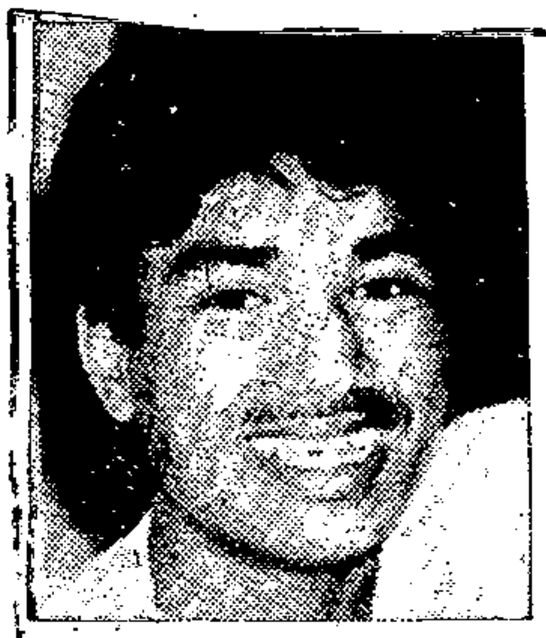

কামরুল আহসান

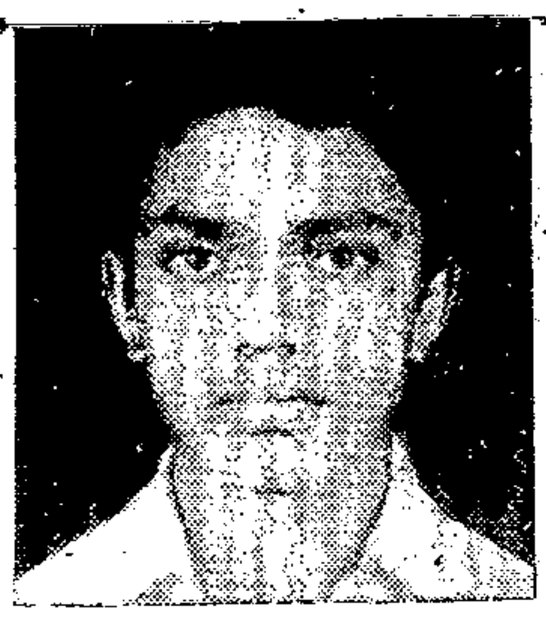

আবুল কালাম সারওয়ার

কুমিল্লা বোর্ড

(১ম পৃঃ পর)

বাহার(রোল ২৬৩), কুমিল্লা জেলা স্কুল, মোট নম্বর ৮৩৯। ৪র্থ শান্তনু দত্ত (রোল ৬৬৮), চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, মোট নম্বর ৮৩৮। ৫ম (যুগ্মভাবে) রায়হান কিবরিয়া (রোল ২), কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ এবং এম, নুরুজ্জামান চৌধুরী (রোল ২৩), সিলেট ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮৩৬। ৬ষ্ঠ-সৈয়দ মোঃ ফকরুস আহছান, (রোল ২৯২), চাঁদপুর হাসান আলী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, মোট নম্বর ৮৩৫। ৭ম (যুগ্মভাবে) মোহাম্মদ এনামুল খালেক ভূঞা (রোল ২৫৯), কুমিল্লা জেলা স্কুল এবং আলাউদ্দিন আহমদ (রোল ৬০৮), চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, মোট নম্বর ৮৩০। ৮ম হাসিব মোহাম্মদ শাকুর (রোল ৮), ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮২৯। ৯ম-সৌমিত্র সরকার (রোল ২৬০), কুমিল্লা জেলা স্কুল, মোট নম্বর ৮২৮। ১০ম-মোহাম্মদ হাসান সরওয়ার (রোল ৬১০), চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, মোট নম্বর ৮২৬। ১১তম মোহাম্মদ আবু নাসের সিদ্দিক (রোল ৬৬৩), চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, মোট নম্বর-৮২৫। ১২তম (যুগ্মভাবে) ছালেহ মোহাম্মদ শাহেদুল ইসলাম (রোল ৬১৩), চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, তৌফিকুল ইসলাম (রোল-২৬৫), কুমিল্লা জেলা স্কুল এবং মোঃ আলমগীর হোসেন খান (রোল-৮), কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮২৪। ১৩তম মীর মোহাম্মদ আবুল ফয়েজ (রোল ২৫৫), কুমিল্লা জেলা স্কুল, মোট নম্বর ৮২৩। ১৪তম গোলাম কবীর (রোল ২৭৫), কুমিল্লা জেলা স্কুল, মোট নম্বর ৮২১। ১৫তম মোহাম্মদ রকিবুল ইসলাম, (রোল ২৪) ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮২০। ১৬তম হিরো বড়ুয়া (রোল ২২০) কক্সবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, মোট নম্বর ৮১৮। ১৭তম (যুগ্মভাবে) ফরহাদ হোসেন মোহাম্মদ শাহেদ, (রোল ৬১৪), চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল এবং সৈয়দ খায়রুল আহসান (রোল ২৯১), চাঁদপুর হাসান আলী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, মোট নম্বর ৮১৭। ১৮তম আখতার শহীদ (রোল ৪), ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮১৬। ১৯-তম শফিকুল ইসলাম (রোল ১), কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮১৫ঃ ২০তম (যুগ্মভাবে) মোঃ আবুল কাশেম, (রোল ৩৩), সিলেট ক্যাডেট কলেজ এবং মানস সাহা (রোল ২৪২), চাঁদপুর হাসান আলী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, মোট নম্বর ৮১৪।

কামরুল ডাক্তার হইতে চায়

আবুল কালাম সারওয়ার

সারওয়ার প্রকৌশলী ও

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

কুমিল্লা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় যুগ্মভাবে প্রথম হইয়াছে আবুল কালাম সারওয়ার এবং মোহাম্মদ কামরুল আহসান। প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৩। মোহাম্মদ কামরুল আহসান (রিপন) ভবিষ্যতে চিকিৎসা পেশা গ্রহণ করিতে চাহে। সে পাঁচটি বিষয়ে লেটার পাইয়াছে। কুমিল্লা জিলা স্কুলের ছাত্র কামরুল তিন ভাই এক বোনের পরিবারে জ্যেষ্ঠ। তাহার পিতা হাবিবুর রহমান তালুকদার পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সহপরিচালক।

(১২শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সুলক্ষণা শ্যামানাথ

শ্যামা শিক্ষকতা ও গবেষণায় আগ্রহী

রাজশাহী বোর্ডে ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম ও সম্মিলিত মেধা তালিকায় ষষ্ঠ সুলক্ষণা শ্যামা নাথ পিতামাতার মত শিক্ষকতা

(১২শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ইত্তেফাক

0 1 AUG 1986
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... 0 1 AUG 1986 ...

রাজশাহী বোর্ড

(১ম পৃঃ পর)

কলেজ, মোট নম্বর ৮৫১। ৪র্থ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (রোল দিন ১১), দিনাজপুর জেলা স্কুল, মোট নম্বর ৮৫০। ৫ম এ,কে,এম, শামসুল কবীর (রোল রাজ ক্যাডেট ১৭), রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮৪৮। ৬ষ্ঠ (যুগ্মভাবে) সুলক্ষণা শ্যামানাথ (রোল রাজ ম ৮৪১), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এবং মোঃ শামসুল আবেদীন (রোল রাজ ক্যাডেট ১), রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮৪৫। ৭ম মোঃ আমিরুল ইসলাম (রোল রাজ ক্যাডেট ১০), রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮৪৪ ৮ম (যুগ্মভাবে) মোঃ তারিকুল ইসলাম (রোল রাজ ক্যাডেট ৫), রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও আই, কে, এম, মোস্তাহসেনুল বাকী (রোল রাজ ক্যাডেট ১১), রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮৪৩। ৯ম মোঃ শামসুল ইসলাম (রোল রং ১), রংপুর জেলা স্কুল, মোট নম্বর ৮৪০। ১০ম সা'দ মুহম্মদ শেহাব (রোল রাজ ক্যাডেট ২৬), রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮৩৭। ১১তম মোঃ খাদেমুল ইসলাম (রোল বগ ১), বগুড়া জেলা স্কুল, মোট নম্বর ৮৩৪। ১২তম সেখ মোঃ এনায়েতুল বাবর (রোল রাজ ক্যাডেট ১২), রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ। ১৩তম শাহ মোঃ আহসান শহীদ (রোল রং ক্যাডেট ২), রংপুর ক্যাডেট কলেজ, মোট নম্বর ৮৩২। ১৪তম এ, কে, এম, রেজাউল ইসলাম (রোল রং ৬), রংপুর জেলা স্কুল, মোট নম্বর ৮৩১। ১৫তম মোঃ মঞ্জুরুল আলম (রোল সিরাজ ১১৬), জ্ঞানদায়িনী উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ, মোট নম্বর ৮২৯। ১৬তম মোঃ সাইফুল ইসলাম (রোল বগ ৪৩৩), বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোট নম্বর ৮২৮। ১৭তম (যুগ্মভাবে) আদিবা আঞ্জুম গীতি (রোল রাজ ম৮৪৩), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এবং মোঃ গোলাম আজম (দিন ২), দিনাজপুর জেলা স্কুল, মোট নম্বর ৮২৫। ১৮তম খন্দকার ওমর আনোয়ার (রোল

(৫ম কঃ দঃ)

ফলাফলকে কেন্দ্র করিয়া

(১ম পৃঃ পর)

তাহারা অনেকগুলি যানবাহন ভাংচুর করে। প্রায় এক ঘণ্টাকাল ধরিয়া সোবহানবাগ এলাকায় এই বেসামাল অবস্থা বিরাজ করে। পরে প্রধান শিক্ষকের 'আশ্বাসে' ছাত্ররা ক্লাসে ফিরিয়া যায়।

এই ব্যাপারে শিক্ষাবোর্ডের একজন কর্মকর্তার সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান যে, কোন প্রকার সত্যতা যাচাই ছাড়াই মনগড়াভাবে 'খবরটি' ছাপা হইয়াছিল।

এদিকে জাহিদের পিতা জনাব রহমত আলী তাহার ছেলে 'চক্রান্তের শিকার' হইয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছেন।

শ্যামা গবেষণায় আগ্রহী

(১ম পৃঃ পর)

ও গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করার ব্যাপারে আগ্রহী। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত শিক্ষক ডঃ ক্ষিতীশ চন্দ্র নাথ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ বর্ণা নাথের দুই কন্যার দ্বিতীয় শ্যামা। শ্যামার বড় বোন কল্যাণী রমা নাথ ১৯৮৩ ও ১৯৮৫ সনে রাজশাহী বোর্ডের এস এস সি ও এইচ এস সি উভয় পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম এবং সম্মিলিত মেধা তালিকায় অষ্টম ও পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

ফারুকের বাবা

(১ম পৃঃ পর)

বাড়ী তাহাদের মুন্সিগঞ্জে। তবে সে নারায়ণগঞ্জে নানার বাসায় থাকিত। বাবা অধ্যাপক ফারুক সিনহা তিন বছর আগে মারা গিয়াছেন। তিনি ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। মা বেগম লায়লা ফারুক একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে কাজ করেন। শাহেদরা দুই বোন ও এক ভাই।

সারওয়ার প্রকৌশলী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আবুল কালাম সারওয়ার উচ্চশিক্ষালাভের মাধ্যমে প্রকৌশলী হইতে চাহে। নারায়ণগঞ্জের ব্যবসায়ী আবদুল কাদেরের ৬পুত্র ও ৬কন্যার পরিবারে সে অষ্টম। সিলেট ক্যাডেট কলেজের ছাত্র সারোয়ার ৮ম শ্রেণী হইতে প্রথম হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার মতে ছাত্রাবস্থায় রাজনীতি করা উচিত নহে।